# Unit - I

## 1) রূপক

উ রূপক অলংকারের লক্ষণ প্রসঙ্গে বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেছেন –

'রূপকং রূপিতারোপো বিষয়ে নিরপহ্নবে'।

বিষয়ের অর্থাৎ উপমেয়ের অস্বীকার না করে তার উপর বিষয়ী বা উপমানের অভেদ আরোপ করলে রূপক অলংকার হয়। বিষয়ের উপর বিষয়ীর আরোপ বলতে বোঝায় উপমেয়ের উপর উপমানকে এমনভাবে স্থাপন করা যাতে উপমান আপনরূপে রূপায়িত করে।

পরম্পরিত, সাঙ্গ ও নিরঙ্গ ভেদে রূপক অলংকার তিন প্রকার।

পরম্পরিত রূপক –

'যত্র কস্যাপি আরোপঃ পরারোপণকারণং
তৎ পরম্পরিতং.....'

যেখানে একটি উপমেয়ে কোনো উপমানের আরোপ অন্য উপমেয়ে তার উপমান আরোপের কারণ হয় সেখানে পারম্পরিক রূপক অলংকার হয়। যেমন –

আহবে জগদুদ্দণ্ডঃ রাজমণ্ডলরাহবে।
শ্রীনৃসিংহ মহীপাল স্বস্ত্যস্তু তব বাহবে।।

যে পরম বলবান শ্রীনৃসিংহরাজ! জগতে রাজমণ্ডলের রাহুস্বরূপ তোমার বাহুর জয় হোক।

এখানে 'নৃপবৃন্দ' রূপ উপমেয়ে 'চন্দ্রবিম্ব' রূপ উপমানের আরোপ 'রাজবাহু' রূপ উপমেয়ে রাহুরূপ উপমানের আরোপের কারণ হয়েছে।

সাঙ্গ রূপক –

'অঙ্গিনো যদি সাঙ্গস্য রূপনং সাঙ্গমেব তৎ।'

অঙ্গী উপমেয়ে অঙ্গসহিত উপমানের অভেদ আরোপ হলে সাঙ্গরূপক অলংকার হয়। অর্থাৎ অঙ্গসমেত অঙ্গী অর্থাৎ উপমেয়ের উপর সাঙ্গ উপমানের অভেদ আরোপেই সৃষ্টি হয় সাঙ্গরূপ অলংকারের। যেমন –

"রাবণাবগ্রহক্লান্তমিতি বাগমৃতেন সঃ।
অভিষিষ্য মরুচ্ছস্যং কৃষ্ণমেঘস্তিরোদধে॥"

বাক্যরূপ অমৃতের দ্বারা রাবণরূপ অনাবৃষ্টিতে ম্লান, দেবরূপ শস্যকে অভিষিক্ত করে কৃষ্ণরূপ মেঘ অন্তর্হিত হলো।

এখানে কৃষ্ণের উপর মেঘের আরোপ করায় তার অঙ্গ বাক্যের উপর অমৃততত্ত্বের আরোপ করা হয়েছে। অঙ্গীর আরোপের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গেরও আরোপ হয়েছে।

**নিরঙ্গরূপক –**

'নিরঙ্গং কেবলমেব রূপকম্'

অঙ্গ পরিত্যাগ করলে কেবল উপমেয় উপমানের অভেদ আরোপকে নিরঙ্গরূপক বলে। যেমন –

নির্মাণকৌশলং বাতুশ্চন্দ্রিকা লোকচক্ষুষাম্।
ক্রীড়াগৃহমনঙ্গস্য সেয়মিন্দীবরেক্ষণা॥

এখানে ইন্দীবরলোচনা যুবতী উপমেয়। এই উপমেয়ে নির্মাণ-কৌশল, চন্দ্রিকা এবং ক্রীড়াগৃহ এই তিনটি উপমানের অভেদ আরোপ হওয়ায় মালারূপ নিরঙ্গ রূপক অলংকার হয়েছে।

৪

২) a) বিভাবনা।

উঃ বিভাবনা অলংকারের লক্ষণ প্রসঙ্গে সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ বলেছেন —

"বিভাবনা বিনা হেতুং কার্যোঽ পত্তির্যদুচ্যতে।"

প্রসিদ্ধ কারণের অভাবে কার্যোঽপত্তির প্রতীতি হলে বিভাবনা অলংকার হয়। অর্থাৎ কারণ ছাড়াই কার্য উৎপত্তি হলে বিভাবনা অলংকার হয়। যথা —

"অনায়াসকৃশং মধ্যম্ অঙ্গকতরলে দৃশৌ।
অভূষণমনোহারি বপুর্ভাতি মৃগীদৃশঃ॥"

যৌবনে ক্ষুদ্র এই রমণীর কটি দেশ বিনা পরিশ্রমেই কৃশ, নেত্রদ্বয় ভয় ব্যতীতই চঞ্চল এবং দেহটি বিনা অলংকারেই মনোহর হয়েছে।

এখানে কৃশতার কারণ পরিশ্রম, চঞ্চলতার কারণ শঙ্কা এবং সৌন্দর্যের কারণ অলংকার। তরুণীর দেহে কোনোটিই নেই তবু কৃশতাদি কার্য উৎপন্ন হয়েছে। সুতরাং লোক প্রসিদ্ধ কারণের অভাবেও কার্য উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু বিনা কারণে কোনো কার্যই হয় না। এখানে প্রসিদ্ধ কারণ না থাকলেও অপ্রসিদ্ধ কারণ হলো যৌবন বয়স এবং শ্লোকে তা উক্ত হওয়ায় এখানে উক্ত নিমিত্ত বিভাবনা অলংকার হয়েছে।

3½

2/ b) সমাসোক্তি।

উঃ সমাসোক্তি অলংকারের লক্ষণ প্রসঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন —

"সমাসোক্তিঃ সমৈর্যত্র কার্যলিঙ্গ বিশেষণৈঃ।
ব্যবহার সমারোপঃ প্রস্তুতে হন্যস্য বস্তুনঃ।"

প্রকৃতে বা বস্তুতে বা উপমেয়ে- অপ্রস্তুত বা উপমানের ব্যবহার আরোপিত হলে হয় সমাসোক্তি নামক অলংকার। অথবা বলা যায় সমান কার্য, লিঙ্গ বা বিশেষণ দ্বারা উপমেয়ে উপমানের ব্যবহারের আরোপিত হলে সমাসোক্তি অলংকার হয়। যেমন —

ব্যূঢ়ং যদ্বসনমমুজলোচনায়াঃ
বক্ষোজয়োঃ কনককুম্ভবিলাসভাজোঃ।
আলিঙ্গসি প্রসভমঙ্গমশেষসম্যস্যাঃ
দক্ষিণ্যস্ত্বমেব মলয়াচলগন্ধবাহঃ॥

হে দক্ষিণ পবন, এই পদ্মাক্ষীর বক্ষোবসন বলপূর্বক অপসারিত করে স্বর্ণকলসোপম স্তন সহ তুমি নিবিড়ভাবে তাহার সর্বাঙ্গ আলিঙ্গন করিতেছ! তুমি ধন্য।

এখানে বস্তুত দক্ষিণপবনে বলপূর্বক বস্ত্রাপসারণ করে আলিঙ্গন করা রূপ ইষ্টকার্যের ব্যবহার আরোপ করা হয়েছে। সুতরাং সমাসোক্তি অলংকার হয়েছে।

3½

Date.....

Teacher's Signature

3| a) যমক ও অনুপ্রাস

| যমক | অনুপ্রাস |
|---|---|
| i) লক্ষণ – সত্যর্থে পৃথগর্থায়াঃ স্বরব্যঞ্জন সংহতে ক্রমেন তেনৈবাবৃত্তির্যমকং বিনিগদ্যতে।। অর্থ বর্তমান থাকলে, না থাকলেও একই ক্রমে আবৃত্তি হলে যমক হয়। | i) লক্ষণ – 'অনুপ্রাসঃ শব্দসাম্যং বৈষম্যেঽপি স্বরস্য যৎ'। স্বরের ভেদ থাকলেও সদৃশ ব্যঞ্জনের আবৃত্তিকে অনুপ্রাস বলে। |
| ii) যমকে স্বর ও ব্যঞ্জনসংঘের আবৃত্তি কাম্য। | ii) অনুপ্রাসে কেবল ব্যঞ্জনের সাম্যই অপেক্ষিত, স্বরবর্ণের সাদৃশ্য উপেক্ষিত। |
| iii) যমকে ক্রমানুসারে স্বরব্যঞ্জনকে থাকতে হয়। | iii) অনুপ্রাসে ব্যঞ্জনবর্ণ একই ক্রমে আবৃত্ত হয় না। |
| iv) যমকের ক্ষেত্রে পুনরুক্ত অংশ দুটির অর্থ থাকলে তা অবশ্যই ভিন্নার্থক হতে হবে অথবা নিরর্থক হতে পারে। | iv) অনুপ্রাসের ক্ষেত্রে পুনরুক্ত অংশের কোনো অর্থ বিচারের দরকার হয় না। |
| v) প্রয়োগের বিভিন্নতা অনুসারে যমকের নানা প্রকার ভেদ কল্পিত হতে পারে। | v) অনুপ্রাস অলংকার পাঁচ প্রকার। |
| vi) উদাহরণ – নব পলাশ পলাশ বনং পুরঃ স্ফুট পরাগ - পরাগত পঙ্কজম্। মৃদুলতান্ত - লতান্তমলোকয়ং স সুরভিং সুরভিং সুরভিং সুমনোহরে:।। | vi) উদাহরণ – আদায় বকুলগন্ধ্য নন্দীকুর্বন্ পদে পদে ভ্রমরান্। তন্বন্নেতি মন্দমন্দং কাবেরীবারি পাবনঃ পবনঃ।। |

5

Date.....

Teacher's Signature

3।b) b) দৃষ্টান্ত ও নিদর্শনা।

| দৃষ্টান্ত | নিদর্শনা |
|---|---|
| i) লক্ষণ- দৃষ্টান্তস্তু সধর্ম্মস্য বস্তুনঃ প্রতিবিম্বনম্। দুটি স্বতন্ত্র বাক্যে উল্লিখিত সাধারণ ধর্মদ্বয়ের সাদৃশ্য তাৎপর্যলভ্য অর্থাৎ প্রতীয়মান হলে দৃষ্টান্ত অলংকার হয়। | ii) লক্ষণ- অসম্ভবন্ বস্তুসম্বন্ধো- ঽসম্ভবন্ বাপি কুত্রচিত্র। যত্র বিম্বানুবিম্বত্বং বোধয়েৎ সা নিদর্শনা ॥ দুটি বস্তুর পারস্পরিক সম্বন্ধ কোথাও সম্ভব এবং কোথাও অসম্ভবরূপে বর্ণিত হয়ে উভয়ের মধ্যে যদি বিম্ব-প্রতিবিম্ব-ভাব বোধ করানো হয় তবে সেই অলংকারকে নিদর্শনা অলংকার বলে। |
| ii) দৃষ্টান্ত অলংকারে অপ্রকৃত অংশ অনায়াসে বাদ দেওয়া যায়। বাদ দিয়ে অলংকার থাকে না, কিন্তু প্রকৃত অর্থাৎ কবির মূল বক্তব্য অক্ষুণ্ণ থাকে। | ii) নিদর্শনা অলংকারে অপ্রকৃতকে বর্জন করা একেবারেই অসম্ভব। প্রকৃতের সঙ্গে সে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। |
| iii) দৃষ্টান্তে আগে বাক্য শেষ, পরে উভয়ের মধ্যে ভাবসাদৃশ্য প্রতীতি। | iii) নিদর্শনায় আগে সাদৃশ্যবোধের জন্ম, পরে বাক্য শেষ। |
| iv) অসম্ভব বস্তু সম্বন্ধরূপ কল্পনা এতে নেই। | iv) অসম্ভব বস্তু সম্বন্ধরূপ কল্পনা এতে আছে। |
| v) এতে বাক্যার্থের বোধ হলে, তারপর বিম্ব প্রতিবিম্ব ভাবের প্রতীতি হয়। | v) নিদর্শনায় বিম্ব প্রতিবিম্ব ভাবের আক্ষেপ ছাড়া বাক্যার্থের বোধ হয় না। |
| vi) দৃষ্টান্তের দুটি বাক্য পরস্পর নিরপেক্ষ থাকে। | vi) নিদর্শনায় বাক্যদ্বয় পরস্পর সাপেক্ষ থাকে। |

(5)

Date.....

Teacher's Signature

4/ a) উ: ব্যাসদেব রচিত মহাভারতের উদ্যোগপর্বের ৩৩তম অধ্যায় প্রজাগরপর্বে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অনুরোধে তাঁর মানসিক উদ্বেগ প্রশমনের জন্য ধর্মাত্মা বিদুর তাঁকে কতগুলি ন্যায়ানুগত, যুক্তি-সংগত নীতি-উপদেশ প্রদান করেন। এই নীতি উপদেশগুলির মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে তিনি রাজার কর্তব্য ও দায়িত্বসমূহ সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিয়েছেন। সেগুলি হলো —

১. জিতেন্দ্রিয় হওয়া:- বুদ্ধি প্রয়োগ করে রাজাকে কর্তব্য ও অকর্তব্য বিষয় নির্ধারণ করতে হবে। তারপর সাম, দান, দণ্ড, ও ভেদরূপ চারপ্রকার রাজনৈতিক উপায়ের যথাযথ প্রয়োগের দ্বারা দ্বাদশ রাজমণ্ডলের মধ্যে শত্রু, মিত্র ও উদাসীন রাজাদের বশীভূত করতে হবে। বাক্য দ্বারা শান্ত করার নাম সাম, অর্থ-দানাদির দ্বারা তুষ্ট করার নাম দান, পীড়ন বা শাসন করা হল দণ্ড এবং রাজাদের মধ্যে পরস্পরিক বিভেদ সৃষ্টি হলো ভেদ। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক - এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়কে জয় করে জিতেন্দ্রিয় হওয়া রাজার কর্তব্য।

ষণ্ণামাত্মনি নিত্যানামৈশ্বর্যং যোঽধিগচ্ছতি।
ন স পাপৈঃ কুতোঽনর্থৈর্যুজ্যতে বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥

সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও সংশ্রয় - এই ষাড়গুণ্য ঠিক মতো বুঝে উপযুক্ত স্থান-কাল-পাত্র ভেদে তার যথাযথ প্রয়োগও বিজিগীষু রাজার কর্তব্য।

২. ব্যসন পরিত্যাগ:- বিজিগীষু রাজার সাতটি ব্যসন পরিত্যাগ করা উচিত। ক) কামজব্যসন- স্ত্রীসম্ভোগ, অক্ষক্রীড়া, মৃগয়া ও মদ্যপান। খ) ক্রোধজব্যসন- বাক্‌পারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য এবং অর্থদূষণ ত্যাগ করা উচিত।

৩. মন্ত্রণা ও মন্ত্রগুপ্তি – বিদুরের মতে রাজার মন্ত্রীদের সঙ্গে মন্ত্রণা গোপন রাখা উচিত। গুপ্ত মন্ত্রণার প্রকাশ রাজার ও তাঁর মন্ত্রণাবিকারাদিতে নিযুক্ত পুরুষদের যোগক্ষেমকে বিনষ্ট করে। বিষ ও অস্ত্র একজনকে বিনাশ করে। কিন্তু রাজার গোপনীয় মন্ত্রণার প্রকাশ শুধু রাজাকেই বিনষ্ট করে না। সেই সঙ্গে সমগ্র রাজ্য এবং রাজ্যের প্রজাবর্গও বিনষ্ট হয়। বিদুর রাজার মন্ত্রণা বিষয়ে আরও বলেছেন যে অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির সঙ্গে, দীর্ঘসূত্রীদের সঙ্গে, অলস লোকদের সঙ্গে এবং স্তাবকদের সঙ্গে বলশালী রাজার কখনো মন্ত্রণা করা উচিত নয়।

৪. প্রজাবর্গের বিশ্বাস ও আনুগত্য লাভ :– রাজা প্রজাদের বিশ্বাস অর্জন করবেন। যে রাজা কামক্রোধ বর্জিত, যিনি সৎ পাত্রে ধন-দান করেন, সৎ-অসৎ এবং গুণাগুণ বিচারে সমর্থ, যিনি নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত এবং শীঘ্র কার্যসাধনে সক্ষম – এরূপ রাজাকে সকলে বিশ্বাস করে এবং তাঁর কথামতো সমস্ত কাজ করে। যিনি অনায়াসে মানুষের বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারেন, কারও দোষ ঠিকমতো জেনে তবে দণ্ডদান করেন, বিবেচনা করে যোগ্য ব্যক্তিকে যথাযথ নিগ্রহ ও অনুগ্রহ করেন এবং যথাসময়ে ক্ষমা করেন, সেরূপ রাজাকে সমগ্র রাজলক্ষ্মী আশ্রয় করেন।

৫. রাজার পালনীয় কর্তব্য :– ক) সমান বংশের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন এবং পণ্ডিতদের সম্মান করা, খ) দুর্বল ব্যক্তিকে অবজ্ঞা না করা, শত্রুর ছিদ্র অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েও জেনে-শুনে তার সেবা করা, বলবান শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে ইচ্ছা না করা এবং যথাসময়ে বিক্রম প্রকাশ করা বুদ্ধিমান রাজার কর্তব্য, গ) ঘোর সংকটে পড়ে বিচলিত না হয়ে বিপদ প্রতিকারে যত্নবান হওয়া, ঘ) জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের সংসর্গ লাভ করা রাজার কর্তব্য।

৬. রাজার পক্ষে বর্জনীয় বিষয়ঃ— ক) কারও প্রতি অসূয়া প্রকাশ না করে দয়া প্রদর্শন করবেন, দুর্বল বলে কারও প্রতিভূ হবেন না, অযথা বিবাদে লিপ্ত হবেন না। খ) কখনো রাজা উদ্ধতভাব ধারণ করবেন না, নিজের পুরুষকার প্রকাশ করে অপরের নিন্দা করবেন না এবং গর্বিত হয়ে কারও প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করবেন না। গ) নিজের সুখে এবং অন্যের দুঃখে আনন্দিত হবেন না আর দানের পর অনুতাপ করা উচিত নয়। ঘ) ছল, মোহ, বিদ্বেষ, শঠতা, বহু ব্যক্তির সঙ্গে শঠতা, মত্ত, উন্মত্ত এবং দুর্জনের সঙ্গে বাদানুবাদ রাজার পরিত্যাগ করা উচিত। ঙ) পূর্বের শত্রুকে পুনরুদ্দীপিত করবেন না, নিস্তেজ বা গর্বিত হবেন না, নিজে দরিদ্র বলে অসৎ কার্য করবেন না।

এইভাবে রাজার কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে মহামতি বিদুর অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দিয়েছেন।

(৪)

5/a/ ক্ষমা বশীকৃতির্লোকে ক্ষময়া কিং ন সাধ্যতে।
শান্তিখড়্গঃ করে যস্য কিং করিষ্যতি দুর্জনঃ ॥

উৎ সন্দর্ভ :— আলোচ্য শ্লোকটি মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব বিরচিত অষ্টাদশ পর্ব সমন্বিত মহাভারতের উদ্যোগ পর্বের ৩৩ তম অধ্যায় প্রজাগর পর্ব থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ :— মহিপতি ধৃতরাষ্ট্রের ঐকান্তিক ইচ্ছানুসারে প্রাজ্ঞবর মহামতি বিদুর যুক্তিসংগত, ন্যায়ানুগত, নীতিগর্ভ হিতকর বচনগুলির কথনাবসরে এই কথাগুলি বলেছেন।

ব্যাখ্যা :— প্রাজ্ঞবর বিদুর ক্ষমার স্বরূপ ও প্রয়োগ সম্বন্ধে ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছেন — ক্ষমা মানুষের এমনই এক একটি দুর্লভ মহৎ গুন যার সাহায্যে মানুষ সহজে সকলকে বশীভূত করতে পারে। মহানুভব ব্যক্তিরা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে সকলের দোষ ক্ষমা করেন। যাঁরা ক্ষমাশীল, তাঁরা সহজে সকলের ভালো-বাসা পান। আর শত্রুও তাঁর বশীভূত হয়। কাজেই ক্ষমা সকলের ~~ভালোবাসা~~ পরম শক্তিস্বরূপ। ক্ষমাশীল ব্যক্তির ক্ষমাগুনকে অসামর্থ্য দোষ রূপে দেখে অনেকে। এটা ঠিক নয়। ক্ষমাই সকলের শ্রেষ্ঠ গুন। ক্ষমা অশক্তদের পক্ষে যেমন গুন, আবার সমর্থ বা শক্তদের কাছে তেমনেই অলং-কারস্বরূপ। ক্ষমা অনেক অসৎ ব্যক্তিকে সৎ পথে নিয়ে আসে। তাকে যথার্থ একজন মানুষ করে তোলে। ক্ষমার জন্য যে শান্তি, সেই শান্তিরূপ খড়্গ যাঁর হাতে থাকে দুর্জন তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারে না।

বিশেষ :— আলোচ্য শ্লোকে শান্তিকে খড়্গের সাথে তুলনা করে উভয়ের মধ্যে যেহেতু অভেদ কল্পনা করা হয়েছে, সেহেতু এখানে 'রূপক' অলংকার হয়েছে।

5

Date.....

Teacher's Signature

6/b)

সংসারয়তি কৃত্যানি সর্বত্র বিচিকিৎসি।
চিরং করোতি ক্ষিপ্রার্থে স মূঢ়ো ভরতর্ষভ॥

উঃ শব্দার্থ– সংসারয়িতি কৃত্যানি (সংক্ষেপে যে সকল কাজ করা যায় সেগুলিকেও যে বিস্তৃতভাবে করে), সর্বত্র (সকল বিষয়ে), বিচিকিৎসিতি (সন্দেহ প্রকাশ করে) ক্ষিপ্র-অর্থে (দ্রুত করণীয় বিষয়ে) চিরম্ করোতি (বিলম্ব করে) সঃ (সে) মূঢ়ঃ (মূর্খ) ভরত-ঋষভ (হে ভরতশ্রেষ্ঠ)!

অনুবাদ– হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যে সকল কর্ম সংক্ষেপে করা যায় সেগুলিকে যে ব্যক্তি বিস্তৃতভাবে করে, সকল বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে এবং দ্রুত করণীয় বিষয়েও [অহেতুক] বিলম্ব করে, সেই ব্যক্তি হলো মূর্খ।

3

c)

একঃ পাপানি কুরুতে ফলং ভুঙ্‌ক্তে মহাজনঃ।
ভোক্তারো বিপ্রমুচ্যন্তে কর্তা দোষেণ লিপ্যতে॥

উঃ শব্দার্থ – একঃ (এক ব্যক্তি) পাপানি (পাপকর্মসমূহ) কুরুতে (করে) ফলম্ (ফল) ভুঙ্‌ক্তে (ভোগ করে) মহাজনঃ (অনেক লোক)। ভোক্তারঃ (ফলভোগকারীরা) বিপ্রমুচ্যন্তে (দোষমুক্ত থাকে) কর্তা (পাপকারী) দোষেণ (দোষে) লিপ্যতে (লিপ্ত হয়)।

অনুবাদঃ– [সংসারে] একজন ব্যক্তি পাপকর্মসমূহ করে আর তার ফল ভোগ করে অনেক ব্যক্তি; কিন্তু ফলভোগকারীরা দোষমুক্ত থাকে আর পাপকারীই দোষে লিপ্ত হয়।

3

# Unit - III

4/a) উঃ বর্তমানকালের রসায়নবিদ্যার সঙ্গে প্রাচীন রসায়নবিদ্যার বিষয়গত মৌলিক ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে প্রাচীন যুগে রসায়ন পৃথক বিজ্ঞান হিসাবে কোথাও গ্রাহ্য হতো না। বিভিন্ন ধাতুকে সোনা তৈরীর কাজে ব্যবহার করার চেষ্টা এখানে করা হতো। পরবর্তীকালে অবশ্য ধাতুবিদ্যা বিভিন্ন শিল্প ও চিকিৎসা বিদ্যার সহায়ক হিসাবে ব্যবহার হতে থাকে। প্রাচীন ভারতে কিমিয়া ও আয়ুর্বেদের অনুশীলন থেকে সম্ভবত রসায়নবিদ্যার উদ্ভব ঘটেছিল অর্থাৎ বিবিধ রোগের চিকিৎসায় পারদ ও অন্যান্য ধাতুর জারণ, শোধন, মিশ্রণ প্রভৃতি প্রক্রিয়া অর্ক বা আরক নিষ্কাশন, ক্ষার ও অম্ল পাতন, ভেষজের গুণাগুন বিশ্লেষণ ইত্যাদি প্রক্রিয়া রসায়ন শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাছাড়া ক্ষার প্রস্তুত প্রণালী ও তার ব্যবহার, রক্তক্ষরণ বন্ধ করা প্রভৃতির জন্যে রসায়নশাস্ত্রের অতীব প্রয়োজন ছিল। কিংবদন্তি মহাদেব আদিনাথকে এই বিদ্যা শিক্ষা দেন। এরপর চন্দ্রসেন, নিত্যানন্দ, গোরক্ষনাথ, তেলুকি প্রমুখের যোগ সাধনায় তা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বৈদিক সাহিত্যে অশ্বিনীদ্বয় রসায়নশাস্ত্রের পন্ডিত ছিলেন। বিভিন্ন ভেষজের রস থেকে ঔষধ বা রসায়ন তৈরী করা ছিল তাদের প্রধান কাজ, আয়ুর্বেদের যুগে যখন চিকিৎসার অনেক উন্নতি হয় এবং আয়ুর্বেদকে যখন চিকিৎসার অনেক ও অথর্ববেদের উপাঙ্গ বলা হয় তখন থেকে রসায়নের উদ্ভব ঘটতে থাকে।

রসায়নবিদ্যার প্রাচীন আচার্যগণ হলেন পতঞ্জলি, ভবদত্তদেব, ব্যাড়ি, দামোদর, বাসুদেব, চরক, সুশ্রুত, হারীত, বাগভট প্রমুখ। তবে এই বিদ্যার প্রাচীনতম গ্রন্থ নাগার্জুনের রসরত্নাকর।

রসরত্নাকর :— নাগার্জুনের রসরত্নাকর রসায়নবিদ্যা খ্রিস্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতকে রচিত। বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় পারদ ও অন্যান্য ধাতুর জারণ, শোধন, মিশ্রণ প্রভৃতি প্রক্রিয়ায় অর্ক বা আরক নিষ্কাশন, ক্ষার ও তম্ব পাতন ও ভেষজের গুনাগুন বিশ্লেষণ, প্রভৃতি প্রক্রিয়া রসায়নবিদ্যা বা শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি প্রমান করেন যে একের পর এক ধাতুকে গ্রাস করাতে পারদ আরও বুভুক্ষিত হয়। পারদই অনেক অসাধ্য রোগ নিবারণ করতে পারে। ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে তাকে রসায়নশাস্ত্রের প্রবর্তক ও পারদ বিভাজনের জনক বলা হয়। তিনিই প্রথম কজ্জলী অর্থাৎ পারদের কালো সালফাইড যৌগ ঔষধরূপে প্রবর্তন করেন। অর্থাৎ নাগার্জুনই সর্বপ্রথম Black Sulphide Mercury-এর প্রবর্তক। ঔষধরূপে পারদ ছাড়া অন্যান্য দুই-একটি ধাতবদ্রব্যের ব্যবহারের কথাও 'রসরত্নাকর' গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয়। তাই শুধু পারদ নয়, গন্ধক, হীরক, স্বর্ণ, সিসা প্রভৃতি ধাতু ক্ষতরোগে ব্যবহার ও উপকারে নাগার্জুনের অবদান কম নয়। চক্ষুচিকিৎসার জন্য নানা ধরনের প্রলেপ আবিষ্কারের জন্য নাগার্জুন স্মরণীয় হয়ে আছেন।

আচার্য প্রফুল্ল রায় তাঁর A History of Hindu Chemistry-গ্রন্থে রসায়নশাস্ত্রের উল্লেখ করেছেন। রসায়ন গ্রন্থের রচয়িতা গোবিন্দাচার্যের উক্তি থেকে জানা যায়, প্রাচীন ভারতের ন্যায় তিব্বতেও রসায়নবিদ্যার চর্চা হতো এবং উভয় দেশের আচার্যদের পারস্পরিক যোগাযোগ ছিল, রসায়নবিদ্যার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলি হলো —

1) আঙ্গবির রচিত — 'আঙ্গবির সংহিতা' টীকাকার আড়মল্ল।
2) সোমদেব রচিত — 'রসেন্দ্রচূড়ামণি' — সময়কাল খ্রি: 1200 - 1300 শতক।

3) যশোধরের — 'রসপ্রকাশ সুধাকর' — খ্রি: 1300 শতক।

4) গোবিন্দাচার্য — 'রসসার' — খ্রি: 1400 শতক।

5) দেবদত্ত রচিত — 'ধাতুরত্নমালা' — খ্রি: 1400 শতক।

6) মাধব রচিত — 'রসকৌমুদী'।

7) গোপালকৃষ্ণ — 'রসেন্দ্রসারসংগ্রহ'।

8) রসপ্রদীপ গ্রন্থটি অজ্ঞাতনামা লেখকের সংকলিত। এই গ্রন্থে ফিরিঙ্গির সংস্পর্শে সংক্রমিত ফিরিঙ্গিরোগের অর্থাৎ সিফিলিস চিকিৎসায় পারদ মিশ্রিত যৌগ অর্থাৎ কালোমেল এবং সিঙ্কোনা মূলের প্রয়োগ নির্দিষ্ট উপদিষ্ট।

9) রাবণের নামে আরোপিত 'অর্কপ্রকাশ' গ্রন্থে অর্ক বা আরক অর্থাৎ Tincture প্রস্তুত করার প্রণালী বর্ণিত।

রসায়নশাস্ত্রের আরও অনেক রচনার নাম পাওয়া যায়। তার মধ্যে অনেকগুলি লুপ্ত এবং কতিপয় গ্রন্থ পাণ্ডুলিপিতে আবদ্ধ। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য —

i) ভোজদেবের — রসরাজ মৃগাঙ্ক।

ii) চন্দ্রসেনের — রসদীপিকা ও রসরাজচন্দ্রোদয়।

iii) কেশবদেবের — যোগরত্নাকর।

iv) গৌরঙ্গনাথের — গৌরাঙ্গসংহিতা।

v) সিদ্ধপ্রাণনাথের — রসপ্রদীপ।

vi) শ্রীনাথের – রসরত্ন।

vii) বাসুদেবের – রসসর্বেশ্বর।

তবে উপরে উল্লেখিত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নামের সাথে যে নামটি সর্বাঙ্গে উচ্চারিত হয় তাঁর নাম নাগার্জুন। বাস্তুশাস্ত্র, সংগীতশাস্ত্র, ব্যাকরণশাস্ত্র ও ছন্দশাস্ত্রের মতো রসায়নশাস্ত্রে প্রাচীন ভারতের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল তা উপরের আলোচনাতেই প্রমাণিত হয়।

10